দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

ভোলায় যত নেতা তত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ॥ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ

॥ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস. ॥

ভোলায় যত রাজনৈতিক নেতা প্রায় ততটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে। গাংগেয় অববাহিকার ব-দ্বীপ ভোলায় এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়াছড়ি। পাল্লা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলেও শিক্ষার মান বাড়েনি। ভোলায় প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা বা তাদের পরিবারের নামে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিয়ম-কানুন না মেনে একটি কলেজের গা ঘেঁষে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আরেকটি কলেজ। এসব কলেজের শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হয়েছে দলীয় বিবেচনায়।

দক্ষিণাঞ্চলে এরশাদ আমলের ক্ষমতাধর মন্ত্রী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র নাজিউর রহমান ১৯৮৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ভোলা শহর সংলগ্ন পরানগঞ্জ এলাকায় তার নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর পর ৮৮ সালের ১ জুলাই কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। এখন ছাত্র-ছাত্রী ৫ শতাধিক। ঐ কলেজটির সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে সাবেক সচিব ও বিনিয়োগ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম মোকাম্মেল হক তার মা হালিমা খাতুনের নামে আরেকটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয় তার অনুগত শওকাত হোসেনকে। ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় শওকাত হোসেনকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৯৪ সালে তৎকালীন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী তার পিতা আনতাজের রহমানের নামে শহর সংলগ্ন এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ তার মায়ের নামে বাংলাবাজারে ফাতেমা খানম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একই সময় ভোলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল হক বাবুল মোল্লার নামে আরো একটি কলেজ। আততায়ির গুলিতে নিহত হওয়ার পর ১৯৯৭ সালে বাবুল মোল্লার নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তোফায়েল আহমেদ নিজেই। ঐ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সরকারি ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের অদূরে।

২০০১ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসে বিএনপি। আবারো কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তোফায়েল আহমেদের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত বাংলাবাজারের ফাতেমা খানম কলেজ সংলগ্ন এলাকায় বিএনপির প্রভাবশালী এমপি হাফিজ ইব্রাহীম তার মায়ের নামে হালিমা খাতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐ কলেজটি এমপিওভুক্ত করা হয় ২০০৪ সালে। ঐ কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা। ভোলা সরকারি কলেজ থেকে ঐ কলেজটির দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার। ভোলা থেকে বাংলাবাজার পর্যন্ত ১১ কিলোমিটারের মধ্যে এখন ৪টি কলেজ। এরমধ্যে ভোলা [illegible]

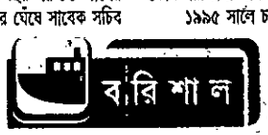

কলেজের ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। রেবা রহমান কলেজ এখনো এমপিওভুক্ত হয়নি। হাফিজ ইব্রাহীম শুধু বাংলাবাজারে নয় তার নির্বাচনী এলাকা বোরহান উদ্দিনেও নিজের নামে আরো একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐ কলেজটির পরীক্ষার ফলাফল ভালো হলেও এখন পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়নি। লালমোহন-তজুমদ্দিনের বিএনপি দলীয় এমপি মেজর (অব:) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম ১৯৯৪ সালে তার পিতা ডাক্তার আজাহার উদ্দিনের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ধলি গৌরনগরে মেজর হাফিজ ২০০০ সালে বীর বিক্রম কলেজ নামে আরো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। লালমোহনের সাদাপোল গজারিয়া এলাকায় ২০০২ সালে মেজর হাফিজ তার পিতা ডাক্তার আজাহার উদ্দিনের নামে আরো একটি স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। গত ২ বছর ঐ কলেজ থেকে কোন পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি।

বরিশাল

১৯৯৫ সালে চরফ্যাশনের স্থানীয় লোকজন মিলে রসুলপুর গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের নাম দেয়া হয় রসুলপুর কলেজ। ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র দু' মাস পর আধা কিলোমিটার দূরে বিএনপি দলীয় এমপি নাজিম উদ্দিন আলম তার নিজের নামে নাজিম উদ্দিন আলম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। নাজিম উদ্দিন আলম বিএনপির ক্ষমতার আমলে তার নির্বাচনী এলাকা মনপুরায় মা মনোয়ারা বেগমের নামে আরো একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভোলার নেতাদের মতই বরিশালের কয়েকজন নেতা তাদের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হন। এরশাদের বস্ত্রমন্ত্রী রুহুল আমিন হাওলাদার তার নির্বাচনী এলাকা বাকেরগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করেন এরশাদের স্ত্রীর নামে রওশন এরশাদ কলেজ। বরিশাল নগরীর আমানতগঞ্জে এরশাদের নামে আরো একটি ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এরশাদ সরকারের পতনের পর ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নাম বাদ দেয়া হয়। এরশাদ সরকারের পতনের পর বিএনপি নেতারা একই ধারা অবলম্বন করেন। মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি হবার পর সাহেবের হাটে জিয়াউর রহমানের নামে শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ এবং নগরীতে জিয়াউর রহমানের নামে আরো একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। সাবেক হুইপ শহিদুল হক জামাল রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় তার পিতা বজলুল হকের নামে বাইশারীতে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কলেজটি নকলের জন্য এক সময় বর্ধাটে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কলেজে রূপান্তরিত হয়। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাকেরগঞ্জের দলীয় এমপি আবুল হোসেন খান পাদ্রিশিবপুরে তার বাড়ির নিকট ৩ একর সম্পত্তির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু আবুল হোসেন নয়, মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ারও নগরীর পশ্চিম কাউনিয়া এলাকায় তার মা-বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।